গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(আইন ও সংস্থা অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.msw.gov,bd

২০ পৌষ ১৪২৩
০৩ জানুয়ারি ২০১৬

নম্বর-৪১.০০.০০০০.০৫২.০১.০০১.১৬—০২,

বিষয়: শিশু আইন, ২০১৩' এর সংশোধনী খসড়ার ওপর মতামত।

শিশু আইন, ২০১৩ এর প্রয়োগিক সমস্যা নিরসনের জন্য সংশোধনী জারীর নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত খসড়া সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর তাঁর মন্ত্রণালয়/ সংস্থার মতামত প্রয়োজন।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, 'শিশু আইন, ২০১৩' এর সংশোধনের নিমিত্ত প্রণীত খসড়ার ওপর তাঁর মন্ত্রণালয়ের/সংস্থার মতামত ১৬ জানুয়ারী ২০১৭ এর মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: যথাবর্ণনা: (পাতা)।

৩.১.২০১৭
মৃত্যুঞ্জয় সাহা
উপসচিব
ফোন-৯৫৪৯০৪০।

২০ পৌষ ১৪২৩
০৩ জানুয়ারি ২০১৬

নম্বর-৪১.০০.০০০০.০৫২.০১.০০১.১৬—০২.

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):

০১। চেয়ারম্যান, আইন কমিশন, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গুলফেঁশা টাওয়ার, ৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার, ঢাকা।
০৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
০৮। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সিনিয়র সচিব, আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
১৩। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৯। সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
২৪। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ, ঢাকা।
২৫। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২৭। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
২৯। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, রমনা, ঢাকা।
৩০। নির্বাহী পরিচালক, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), বনানী, ঢাকা।
৩১। নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ৪/১ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
৩২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩। চীফ, চাইল্ড প্রটেকশন সেকশন, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১নং মিন্টু রোড, ঢাকা।
৩৪। আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি, আইডিবি ভবন, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৩৫। কান্ট্রি ডিরেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউকে, প্লট নং-৯, রোড নং-১৬/এর, গুলশান-১, ঢাকা।
৩৬। জনাব মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, উপপরিচালক (সংযুক্ত), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, আইসিটি শাখা, [শিশু আইন, ২০১৩ সংশোধনী প্রস্তাবের সফ্‌ট কপি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য]

বিতরণ (জ্ঞাতার্থে):

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩.১.২০১৭

মৃত্যুঞ্জয় সাহা
উপসচিব
ফোন-৯৫৪৯০৪০।

শিশু আইন, ২০১৩ সংশোধনী প্রস্তাব

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
২(৭)	'নিরাপদ স্থান (Safe Home)' অর্থ কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান বা এমন কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠান যাহার কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন শিশু-আদালত, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখিবার দায়িত্ব পালন করে;	নিরাপদ স্থান (**Place of Safety**) অর্থ **এমন** কোন**আস্থাশীলব্যক্তি,** স্থান বা প্রতিষ্ঠান যাহার কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন শিশু-আদালত, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখিবার দায়িত্ব পালন করে : **তবে শর্ত থাকে যে, আস্থাশীল ব্যক্তির হেফাজতে রাখিবার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক পূর্বপ্রত্যয়িত হইতে হইবে।**	'নিরাপদ স্থান' প্রত্যয়টিকে আরও সুনির্দিষ্ট করা হইয়াছে
২		**উপযুক্তব্যক্তি বলিতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তি, যিনি শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে নিয়োজিত থাকেন।**	উপযুক্ত ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে
৪। শিশু।-	বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।	বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে ১৮ (আঠার) বৎসরের**নিচের বয়সী**সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।	শিশুর সংজ্ঞাকে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।
৫। প্রবেশন কর্মকর্তা।-	এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার, ক্ষেত্রমত, প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।	(১) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার, ক্ষেত্রমত, প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায়**প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়ক জনবলসহ** এক বা একাধিক প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে। **(১ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, শিশু অধিকার সুরক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে শিশু অধিকার সুরক্ষা অধিশাখা গঠন এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করিবে।**	শিশু অধিকার সুরক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট'এ আপীল বিভাগের একজন মাননীয় বিচারপতির নেতৃত্বে `Special committee for child rights' শিরোনামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। একইভাবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে

<table>
<tr><th>ধারা</th><th>বিদ্যমান</th><th>সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন</th><th>মন্তব্য/যৌক্তিকতা</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>অনুরূপ পরিবীক্ষণ শাখা গঠন করা হইলে কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে।</td></tr>
<tr><td>৯(১)</td><td></td><td>(ক)।শহর শিশুকল্যাণ বোর্ড এর গঠন।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন শহর এলাকা বা এলাকাসমূহে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ‘শহর শিশুকল্যাণ বোর্ড’ নামে এক বা একাধিক বোর্ড গঠিত হইবে, যথা: -
<table>
<tr><td>(ক)</td><td>সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;</td></tr>
<tr><td>(খ)</td><td>সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা (প্রযোজ্যক্ষেত্রে সকল);</td></tr>
<tr><td>(গ)</td><td>সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার;</td></tr>
<tr><td>(ঘ)</td><td>সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (প্রযোজ্যক্ষেত্রে সকল);</td></tr>
<tr><td>(ঙ)</td><td>সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তা;</td></tr>
<tr><td>(চ)</td><td>প্রবেশন কর্মকর্তা;</td></tr>
<tr><td>(ছ)</td><td>জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) একজন প্রতিনিধি;</td></tr>
<tr><td>(জ)</td><td>সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি;</td></tr>
<tr><td>(ঝ)</td><td>সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক কার্যাবলির সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট শহর এলাকার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;</td></tr>
<tr><td>(ঞ)</td><td>শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।</td></tr>
</table></td><td>ধারা ৭-৯ এ জাতীয়, জেলা ও উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু শহর পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন বোর্ড গঠন করা হয়নি। ফলে শহর পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হইতেছে না। এমতাবস্থায়, শহর পর্যায়ে শহর শিশুকল্যাণ বোর্ড এবং স্থানীয়পর্যায়ে সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে</td></tr>
</table>

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
		(২)এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভার শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'শহর শিশুকল্যাণবোর্ড' নামে একটি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:- (ক) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন; (খ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা; (গ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেডিকেল অফিসার; (ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (প্রযোজ্যক্ষেত্রে সকল); (ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা কর্তৃক মনোনীত কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তা; (চ) প্রবেশন কর্মকর্তা; (ছ) সংশ্লিষ্ট জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি অথবা, তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) একজন প্রতিনিধি; (জ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি; (ঝ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক কার্যাবলির সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট শহর এলাকার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি; (ঞ) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন। [ব্যাখ্যা : এই ধারায়– (ক) 'আঞ্চলিক কার্যালয়' অর্থ সিটি কর্পোরেশনের যে অঞ্চলে সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয় অবস্থিত, সেই অঞ্চলের সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়;	

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
		(খ) ‘আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা’ অর্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা; (গ) ‘শহর সমাজসেবা কার্যক্রম’ বা ‘ইউসিডি’ অর্থ সমাজসেবা অধিদফতরের বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম; এবং (ঘ) সিটি কর্পোরেশন’ অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নম্বর আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো সিটি কর্পোরেশন।] **(খ)। শহর শিশুকল্যাণ বোর্ড এর কার্যাবলি।-** (১)বিধি ১৪এর অধীন গঠিত বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, বোর্ডসমূহ সংশ্লিষ্ট শহর এলাকায় অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকায় উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। (২) কোনো সিটি কর্পোরেশনে একটি মাত্র ইউসিডি কার্যালয় থাকিলে উক্ত সিটি কর্পোরেশনে একটি শহর শিশুকল্যাণ বোর্ড গঠিত হইবে, যাহার সভাপতি হইবেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং যেক্ষেত্রে কোনো সিটি কর্পোরেশনে একাধিক ইউসিডি কার্যালয় থাকিলে, সেইক্ষেত্রে ইউসিডি কার্যালয়ের সংখ্যা অনুযায়ী শহর শিশুকল্যাণ বোর্ড গঠিত হইবে এবং, আঞ্চলিক কার্যালয় থাকিলে, উহার সভাপতি হইবেন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক কার্যালয় না থাকিলে, উহার সভাপতি হইবেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। (৩) উপবিধি (২) এর অধীন গঠিত শিশুকল্যাণ বোর্ড, সংশ্লিষ্ট শহর এলাকায় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। (৪) উপবিধি (১) ও (২) এর অধীন গঠিত বোর্ড’এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি আইনের ধারা ৯ এর উপধারা (২) এর অনুরূপ হইবে এবং আইনের ধারা ৮ এর অধীন গঠিত জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড’এর নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে। (৫) শহর শিশুকল্যাণ বোর্ড’এর মনোনীত কর্মকর্তার মেয়াদ এবং সভা সংক্রান্ত বিধানাবলী আইনের ধারা ১০ এবং ধারা ১১ অনুসারে উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর অনুরূপ হইবে।	

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
		(গ)। সমাজভিত্তিক শিশুসুরক্ষা কমিটি গঠন।- ধারা ৯ এর উপধারা (২) এর দফা (ঙ) মোতাবেক উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এবং বিধি ১৪ অনুসারে গঠিত শহর শিশুকল্যাণ বোর্ড- (১) শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যেক সংরক্ষিত ওয়ার্ডে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ‘সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি’ গঠন করিবে - (ক) ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর/মহিলা সদস্য সভাপতি (খ) কাউন্সিলর/ সদস্য সহ-সভাপতি (গ) শিক্ষক এক (১) জন সদস্য (ঘ) ইউনিয়ন/পৌর স্বাস্থ্য কর্মী/পরিবার কল্যাণ কর্মী এক (১) জন ” (ঙ) আনসার ভিডিপি নেত্রী এক (১) জন ” (চ) অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এক (১) জন ” (ছ) ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এক (১) জন ” (জ) কিশোর-কিশোরী: ১ জন কিশোর এবং ১ জন কিশোরী ” (ঝ) স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি দুই (২) জন ’ (ঞ) এনজিও প্রতিনিধি এক (১) জন ” (ট) সমাজকর্মী সদস্যসচিব (২) তবে শর্ত থাকে যে, চা বাগান এবং পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে বোর্ড উক্ত কমিটির কাঠামো নির্ধারণ করিবে এবং কমিটি গঠনে যথাপ্রয়োজন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। **(ঘ)। সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**- ‘সমাজভিত্তিক শিশুসুরক্ষা কমিটি’ অধিভুক্ত এলাকায় শিশুদের সার্বিক বিকাশ, উন্নয়ন ও সুরক্ষার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবে:-	•

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
		(ক) প্রতিটি শিশুকে স্কুলগামী করিবার নিমিত্ত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি; (খ) সামাজিক কর্মকান্ড, বিনোদন ইত্যাদিতে শিশুর অংশগ্রহণে সহায়তা; (গ) ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুকে সুরক্ষার নিমিত্ত শিশুর পরিবারসহ সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধি; (ঘ) শিশুদের উপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে পরিবার, বিদ্যালয় তথা সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি; (ঙ) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিষয়ে সমাজকর্মীকে তথ্য প্রদান; (চ) বাল্যবিবাহ থেকে শিশুর সুরক্ষা এবং প্রয়োজনে নিকটস্থ থানায় তথ্য প্রদান; (ছ) যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানী ও যৌন শোষণ এবং পাচার সম্পর্কিত ঘটনার বিষয়ে নিকটস্থ থানায় তথ্য প্রদান; (জ) সুবিধাবঞ্চিত শিশুর পরিবারকে সরকার কর্তৃক পরিচালিত 'সামাজিক নিরাপত্তা' কার্যক্রম এবং বিদ্যমান সেবাসমূহ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান যেমন, ক্ষুদ্র ঋণ বা আর্থিক সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও আইনগত সহায়তা; (ঝ) উপযুক্ত শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া এবং পরিবারকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে সহায়তা; (ঞ) পুনঃএকীকৃত শিশুর কেয়ারগিভারকে শিশু লালন-পালন বিষয়ে সহায়তা প্রদান; (ট) পারিবারিক সম্মেলনের আওতায় অঙ্গীকারনামা বাস্তবায়ন করিতেছে এমন শিশুর বিষয়ে অবগত হইলে উহার তত্ত্বাবধান; (ঠ) সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং কার্যবিবরণীর একটি কপি উপজেলা/শহর শিশুকল্যাণ বোর্ড-এর সদস্যসচিব-এর নিকট প্রেরণ; এবং (ড) উপজেলা/শহর শিশুকল্যাণ বোর্ড-এর সহিত যোগাযোগ, তথ্য প্রদান এবং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;	

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
		(২) প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে;	
১৩। শিশু বিষয়ক ডেস্ক।-	তবে শর্ত থাকে যে, কোন থানায় মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর কর্মরত থাকিলে উক্ত ডেস্ক'এর দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তাহাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।	তবে শর্ত থাকে যে, কোন থানায় **নারী** সাব-ইন্সপেক্টর কর্মরত থাকিলে উক্ত ডেস্ক'এর দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তাহাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে। উপধারা (১) এর শেষে শর্ত হিসেবে যুক্ত হইবে : **আরও শর্ত থাকে যে, ধারা ৫৪ এর উপধারা (২) এর শর্ত প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে প্রতি থানায় একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তার পদায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।**	'মহিলা' এর পরিবর্তে নারী শব্দ প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে। **প্রতি থানায় একজন নারী পুলিশ অফিসারের পদায়ন নিশ্চিতকরণের শর্তারোপ করা হইয়াছে।**
১৪(গ)	সঠিকভাবেশিশুর বয়স নির্ধারণ করা হইতেছে কি না বা নির্ধারণকরিবার ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদি পর্যালোচনা করা হইতেছে কি নাতদ্‌বিষয়ে লক্ষ্য রাখা;	সঠিকভাবেশিশুর বয়স নির্ধারণ করা হইতেছে কি না বা নির্ধারণকরিবার ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদি, **যথা: পাবলিক পরীক্ষার নিবন্ধন সনদ, টিকা গ্রহণের কার্ড, জন্মসময়ের হাসপাতালের ছাড়পত্র, পাসপোর্ট, ইত্যাদি** পর্যালোচনা করা হইতেছে কি না তদ্‌বিষয়ে লক্ষ্য রাখা;	বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদিকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে
১৪(ঘ)	প্রবেশন কর্মকর্তার সহিত যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক বিকল্পপন্থা অবলম্বন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক জামিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	**ধারা ৪৭ এর উপধারা (২) এর দফা (ক) এর বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে** প্রবেশন কর্মকর্তার সহিত যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক **শিশুর মুক্তি বা**বিকল্পপন্থা অবলম্বন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক জামিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	ধারা ৪৭ এর উপধারা (২) এর দফা (ক) এর বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে শিশুর মুক্তির বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়ার বিধান সংযোজন করা হইয়াছে
১৫। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীরএকত্রে চার্জশীট প্রদান নিষিদ্ধ।-	ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৩৯ অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুকে কোন প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সহিত একসঙ্গে কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করিয়া একত্রে চার্জশীট প্রদান করা যাইবে না।	ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৩৯ অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুকে কোন প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সহিত একসঙ্গে কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করিয়া একত্রে চার্জশীট প্রদান করা যাইবে না : **তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তচলাকালে শিশুর জন্য এই আইন এবং প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধিসহ অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;** **আরও শর্ত থাকে যে, বিচারকার্য শুরুর পূর্বে তদন্তকালে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা**	শিশুর বিচার শিশু আদালতে এবং প্রাপ্ত বয়স্কের বিচার উপযুক্ত আদালতে বিচার্য্য হইবে এবং শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য পৃথক নথি খোলার বিধান সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
		প্রাথমিকভাবে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কের জন্য পৃথক দুইটি নথি খুলিবে এবং প্রাপ্তবয়স্কের নথি এই ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট আদালতে এবং শিশুসংশ্লিষ্ট নথি শিশু আদালতে দাখিল করিবে; আরও শর্ত থাকে যে, কোন আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থাপনের পরে অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশু মর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইলে সংশ্লিষ্ট মামলাটি, ক্ষেত্রমত, পৃথক নথিসহ শিশু আদালতে প্রেরণ করিবে, একইভাবে শিশু আদালতে অভিযুক্ত শিশুকে উপস্থাপনের পরে অভিযুক্ত শিশু প্রাপ্তবয়স্ক মর্মে শিশু আদালতের নিকট প্রমানিত হইলে সংশ্লিষ্ট মামলাটি, ক্ষেত্রমত, পৃথক নথিসহ উপযুক্ত আদালতে প্রেরণ করিবে।	
১৬(১)। শিশু-আদালত নির্ধারণ, ইত্যাদি।-		*ধারা ১৬ এর উপধারা (১) এর পরে সংযোজন:* ১৬(১)(ক) শিশু আদালত সার্বক্ষণিক আদালত হিসাবে গণ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, অবকাশকালীন, সরকারী ছুটি বা অন্যকোন বন্ধের দিন সংশ্লিষ্ট জেলা ও দায়রা জজ অথবা ক্ষেত্রমত, মহানগর দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারককে শিশু আদালতের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করিতে পারিবেন। সেইক্ষেত্রে উক্ত বিচারক উক্ত সময়ে শিশু আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।	১৬(১)(ক) শিশু আদালত সার্বক্ষণিক আদালত হিসাবে গণ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, অবকাশকালীন, সরকারী ছুটি বা অন্যকোন বন্ধের দিন সংশ্লিষ্ট জেলা ও দায়রা জজ অথবা ক্ষেত্রমত, মহানগর দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারককে শিশু আদালতের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করিতে পারিবেন। সেইক্ষেত্রে উক্ত বিচারক উক্ত সময়ে শিশু আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।-সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৭। শিশু-	(১)আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু	(১)যেকোন আইনের অধীনেই হউক না কেন, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর **বিরুদ্ধে**	শিশু আদালতকে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
আদালতের অধিবেশন ও ক্ষমতা।-	কোন মামলায় জড়িত থাকিলে, যেকোন আইনের অধীনেই হউক না কেন, উক্ত মামলা বিচারের এখতিয়ার কেবল শিশু-আদালতের থাকিবে।	**আনীত অভিযোগ আমলে নেওয়াসহ** বিচারের এখতিয়ার কেবল শিশু-আদালতের থাকিবে।	অভিযোগ আমলে নেওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে
	(২) কোন মামলায় কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সহিত কোন শিশু জড়িত থাকিলে, ধারা ১৫ এর অধীন পৃথক চার্জশীটের ভিত্তিতে,শিশু-আদালতকে উক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব, একই দিবসে পৃথকভাবে পৃথক অধিবেশনে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উহা একই নিয়মে পরবর্তী কর্মদিবসে বিরতিহীনভাবে অব্যাহত থাকিবে।	**(২)** কোন মামলায় কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সহিত কোন শিশু জড়িত থাকিলে, ধারা ১৫ এর অধীন পৃথক চার্জশীটের ভিত্তিতে,শিশু-আদালতসংশ্লিষ্ট শিশুর **মামলার**সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে: **সংযোজন:** **তবে শর্ত থাকে যে, শিশু-আদালতে গৃহিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ইত্যাদি শিশুর আদালতের প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বা রিভিশন ব্যতিত অন্য কোন আদালতে ব্যবহার করা যাইবেনা।** **তবে আরও শর্ত থাকে যে, শিশু আদালত অবশ্যই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশুর মামলাগুলি নিস্পত্তি করিবেন।**	'মামলার' এবং তবে শর্ত থাকে যে, শিশু-আদালতে গৃহিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ইত্যাদি শিশুর আদালতের প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বা রিভিশন ব্যতিত অন্য কোন আদালতে ব্যবহার করা যাইবেনা। তবে আরও শর্ত থাকে যে, শিশু আদালত অবশ্যই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশুর মামলাগুলি নিস্পত্তি করিবেন। -সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৭(২)		**সংযোজন:** **১৭(২)(ক) ।আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগএই আইনের ধারা ৪৮, ধারা ৪৯ বা অন্য কোন ধারা অনুসারে নিস্পত্তি হইলে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা উহা প্রতিবেদন আকারে শিশু আদালতকে অবহিত করিবে।** **১৭(২)(খ)। উপধারা ১৭(২)(ক) ও ৪৮(৪)(ক) এর বিধান অনুযায়ী অভিযোগ নিস্পত্তিকালে প্রাপ্তবয়স্কের, যদি থাকে, মামলাটি ধারা ১৫ এর বিধান অনুসারে উপযুক্ত আদালতের মাধ্যমে নিস্পত্তি হইবে।**	সংযোজন: ১৭(২)(ক)। আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এই আইনের ধারা ৪৮, ধারা ৪৯ বা অন্য কোন ধারা অনুসারে নিস্পত্তি হইলে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা উহা প্রতিবেদন

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
			আকারে শিশু আদালতকে অবহিত করিবে। ১৭(২)(খ)। উপধারা ১৭(২)(ক) ও ৪৮(৪)(ক) এর বিধান অনুযায়ী অভিযোগ নিষ্পত্তিকালে প্রাপ্তবয়স্কের, যদি থাকে, মামলাটি ধারা ১৫ এর বিধান অনুসারে উপযুক্ত আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হইবে। - সংযোজনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
১৮। শিশু আদালতের এখতিয়ার।-		*দফা (ক) এর পরে সংযোজন :* (কক) **এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে শিশু-আদালতের বিচারক একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন;**	শিশু আদালতকে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে
১৯। শিশু আদালতের পরিবেশ ও সুবিধাসমূহ।-	(৪) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত কর্তৃক শিশুর বিচার চলাকালীন, আইনজীবী, পুলিশ বা আদালতের কোন কর্মচারী আদালতকক্ষে তাহাদের পেশাগত বাদাপ্তরিক ইউনিফরম পরিধান করিতে পারিবেন না।	(৪) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত কর্তৃক শিশুর বিচার চলাকালীন,**বিচারক,** আইনজীবী, পুলিশ বা আদালতের কোন কর্মচারী আদালতকক্ষে তাহাদের পেশাগত বাদাপ্তরিক ইউনিফরম পরিধান করিতে পারিবেন না।	**বিচারককেও** দাপ্তরিক ইউনিফরম পরিহারের প্রস্তাব করা হইয়াছে
২১। শিশু-আদালত কর্তৃক বয়স অনুমান ও নির্ধারণ।-	(৩) (ক) শিশু-আদালত যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যেকোন প্রাসঙ্গিক দলিল, রেজিস্টার, তথ্য	(৩) (ক) শিশু-আদালত যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যেকোন প্রাসঙ্গিক দলিল, রেজিস্টার, তথ্য বা বিবৃতি **চাহিতে** পারিবে;	'যাচিতে' এর পরিবর্তে 'চাহিতে' শব্দপ্রতিস্থাপন করা হইয়াছে

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
	বা বিবৃতি যাচিতে পারিবে;		
২৫। শিশু ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তিকে শিশু-আদালত হইতে প্রত্যাহার।-	(১) শিশু-আদালত প্রয়োজন মনে করিলে, কোন মামলা শুনানিকালে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত ধারা ২৩ এউল্লিখিত যেকোন ব্যক্তিকে উক্ত আদালত হইতে বহিরাগমণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত আদালত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।	(১) শিশু-আদালত প্রয়োজন মনে করিলে, কোন মামলা শুনানিকালে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত ধারা ২৩ এউল্লিখিত যেকোন ব্যক্তিকে উক্ত আদালত হইতে **প্রত্যাহারের** জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত আদালত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।	'বহিরাগমণের' পরিবর্তে **'প্রত্যাহারের'** শব্দপ্রতিস্থাপন করা হইয়াছে
৩২। বিচার সমাপ্তির সময়সীমা।-		*উপধারা (২) এর পরে সংযোজন :* **(২ক) তবে শর্ত থাকে যে, বিকল্পপন্থায় প্রেরণ করা হইলে বিকল্পপন্থায় প্রেরণের আদেশ জারির তারিখ হইতে বিকল্পপন্থায় থাকাকালীন সময় উপধারা (১) এবং উপধারা (২) এ বর্ণিত সময়ের আওতামুক্ত হইবে;** **আরও শর্ত থাকে যে, ধারা ৫১ এর অধীন বিকল্প পন্থার শর্ত ভঙ্গ বা বিকল্প পন্থার আদেশ পালনে ব্যর্থতার কারণে শিশুটির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি কিংবা আদালতে হাজির হইবার জন্য নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে, তাহাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে, আদালতে উপস্থিত করিবার তারিখ হইতে উপধারা (১) এবং উপধারা (২) এ বর্ণিত সময় গণনা করা হইবে।**	বিকল্পপন্থায় থাকাকালীন সময়কে বিচারকালীন সময়ের আওতাবহির্ভূত রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছে
৩২	(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করা না হইলে সংশ্লিষ্ট শিশু, হত্যা, ধর্ষণ, দস্যুতা, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা বা অন্য কোন জঘন্য, ঘৃণ্য বা গুরুতর অপরাধের দায়ে দায়েরকৃত মামলা ব্যতীত, শিশু-আদালতের বিবেচনায় তাহার বিরুদ্ধে আনীত লঘু মাত্রারঅভিযোগ হইতে অব্যাহতি	(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করা না হইলে সংশ্লিষ্ট শিশু, হত্যা, ধর্ষণ, দস্যুতা, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা বা **৭ বৎসরের কারাদণ্ড বা তদূর্ধ্ব শাস্তিযোগ্য অপরাধের মামলায় অভিযুক্ত না হইলে**, শিশু-আদালতের বিবেচনায় তাহার বিরুদ্ধে আনীত লঘু মাত্রারঅভিযোগ হইতেঅব্যাহতি পাইবে এবং একই অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিচার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অভিযুক্ত থাকিলে তাহার মামলা অব্যাহত থাকিবে। *উপধারা (৪) এর পরে নতুন সংযোজন :* **(৪ক) উপধারা (৪) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে উপধারা (২) এ বর্ণিত নির্ধারিত**	(১) 'জঘন্য, ঘৃণ্য বা গুরুতর অপরাধের' পরিবর্তে '৭ বৎসরের কারাদণ্ড বা তদূর্ধ্ব শাস্তিযোগ্য অপরাধের মামলায় অভিযুক্ত'প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে (২) লঘু মাত্রারঅভিযোগ

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
	পাইবে এবং একই অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিচার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অভিযুক্ত থাকিলে তাহার মামলা অব্যাহত থাকিবে।	**সময়সীমার শেষ ধার্য তারিখে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী অথবা প্রবেশন কর্মকর্তা শিশুর বিরুদ্ধে আনীত লঘু মাত্রার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দানের বিষয়টি আদালতে উত্থাপন করিবে।**	হইতেঅব্যাহতি দানের প্রক্রিয়া (৪ক) এ সন্নিবেশ করা হইয়াছে
৩৪।	(২) শিশু-আদালতের আদেশে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশুর আচরণ, চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিলে এবং হত্যা, ধর্ষণ, দস্যুতা,ডাকাতি, মাদক ব্যবসা বা অন্য কোন জঘন্য, ঘৃণ্য বা গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত না হইলে, শিশুউন্নয়ন কেন্দ্রের বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষশিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইবার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট শিশুকে মুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইবার অন্যূন ৩ (তিন) মাস পূর্বে, সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণকরিতে পারিবে।	(২) শিশু-আদালতের আদেশে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশুর আচরণ, চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিলে এবং হত্যা, ধর্ষণ, দস্যুতা,ডাকাতি, মাদক ব্যবসা বা**৭ বৎসরের কারাদণ্ড বা তদূর্ধ্ব শাস্তিযোগ্য অপরাধের মামলায় অভিযুক্ত না হইলে**, শিশুউন্নয়ন কেন্দ্রের বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষশিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইবার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট শিশুকে মুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইবার অন্যূন ৩ (তিন) মাস পূর্বে, সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণকরিতে পারিবে।	'জঘন্য, ঘৃণ্য বা গুরুতর অপরাধের' পরিবর্তে '৭ বৎসরের কারাদণ্ড বা তদূর্ধ্ব শাস্তিযোগ্য অপরাধের মামলায় অভিযুক্ত' প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে
৪১। আপিল ও পুনর্বিবেচনা।-	**৪১। আপিল ও পুনর্বিবেচনা।-** (২) উপ-ধারা(১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ হাইকোর্ট বিভাগে পুনর্বিবেচনা (revision) করিবার	**৪১। আপিল ও রিভিশন।-** (২) উপ-ধারা(১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ হাইকোর্ট বিভাগে **রিভিশন** করিবার ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।	পুনর্বিবেচনা শব্দ বাদ দেওয়া হইয়াছে

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
	ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করিবে না। (৩) এই ধারার অধীন আপিল বা, ক্ষেত্রমত, পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করা হইলে উক্ত আবেদনটি দায়েরের তারিখ হইতে অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।	(৩) এই ধারার অধীন আপিল বা, ক্ষেত্রমত, **<u>রিভিশনের</u>**আবেদন দাখিল করা হইলে উক্ত আবেদনটি দায়েরের তারিখ হইতে অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।	
৪৪। গ্রেফতার, ইত্যাদি	(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তা জন্ম নিবন্ধন সনদ অথবা, উক্ত সনদের অবর্তমানে স্কুল সার্টিফিকেট বা স্কুলে ভর্তির সময় প্রদত্ত তারিখসহ প্রাসঙ্গিক দলিলাদি উদঘাটনপূর্বক যাচাই-বাছাই করিয়া তাহার বয়স লিপিবদ্ধ করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্টব্যক্তি একজন শিশু কিন্তু সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করিয়াও দালিলিক প্রমাণ দ্বারা তাহা নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে এই আইনের বিধান অনুযায়ী শিশু হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।	(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তা জন্ম নিবন্ধন সনদ অথবা, উক্ত সনদের অবর্তমানে স্কুল সার্টিফিকেট বা স্কুলে ভর্তির সময় প্রদত্ত তারিখসহ প্রাসঙ্গিক দলিলাদি উদঘাটনপূর্বক যাচাই-বাছাই করিয়া তাহার বয়স লিপিবদ্ধ করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একজন শিশু কিন্তু সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করিয়াও দালিলিক প্রমাণ দ্বারা তাহা নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে এই আইনের বিধান অনুযায়ী শিশু হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। **<u>নতুন সংযোজন:</u>** **<u>তবে আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি নিজেকে শিশু বলিয়া দাবী করে, সেইক্ষেত্রে তাকে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।</u>**	**<u>তবে আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি নিজেকে শিশু বলিয়া দাবী করে, সেইক্ষেত্রে তাকে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে</u>**
৪৬। তদন্ত।-	এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিতে সুস্পষ্ট ও ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীন সকল তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য ও অনুসরণ করিতে হইবে।	(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অনধিক ৯০ (নববই) দিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা শেষ হইবার ৩ (তিন) দিবস পূর্বে উহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অথবা, আদালত হইতে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, আদালতের নিকট সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিবেন অথবা উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, আদালত উক্ত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য প্রদর্শিত কারণে সন্তুষ্ট হইলে তদন্তের সময়সীমা অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবে। (৩) উপধারা (১) ও উপধারা (২) অনুসারে ১২০ (একশত বিশ) দিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন না হইলে শিশু আদালত অভিযুক্ত শিশুকে জামিন প্রদান করিতে পারিবে।	ফৌজদারী কার্যবিধির সাথে সংগতি রাখিয়া তদন্তের সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করা হইয়াছে

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
৪৮। বিকল্প পন্থা (diversion)।-	(২) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুর গ্রেফতারের পর হইতে বিচার কার্যক্রমের যেকোন পর্যায়ে, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, শিশু-আদালত আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিকল্প পন্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।	(২) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুর গ্রেফতারের পর হইতে বিচার কার্যক্রমের যেকোন পর্যায়ে, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা**সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে**বা, ক্ষেত্রমত, শিশু-আদালত আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিকল্প পন্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে। **সংযোজন:** **(২ক) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যক্রম অতিদ্রুত, গুরত্বসহকারে এবং অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পাদন করিবেন।**	'সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে' এবং সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যক্রম অতিদ্রুত, গুরত্বসহকারে এবং অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পাদন করিবেন।- সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে
	(৪) শিশু, তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বিকল্প পন্থার কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে প্রবেশন কর্মকর্তা বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আকারে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, শিশু-আদালতকে অবহিত করিবেন।	(৪) শিশু, তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বিকল্প পন্থার কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে প্রবেশন কর্মকর্তা বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আকারে **সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে**শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, শিশু-আদালতকে অবহিত করিবেন। **সংযোজন:** **(৪)(ক)** উপধারা ৪ এ বর্ণিত শিশু এবং সংশ্লিষ্টব্যক্তিবর্গ বিকল্প পন্থার শর্তসমূহনির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভঙ্গ না করিলে এবং যথাযথভাবে সম্পন্ন করিলে প্রবেশন কর্মকর্তা বিষয়টি লিখিত আকারে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, শিশু-আদালতকে অবহিত করিবেন। উভয়ক্ষেত্রেই শিশু আদালত যথাযথ আদেশ প্রদান করিবে।	'সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে'এবং '(৪)(ক)-উপধার ৪ এ বর্ণিত শিশু এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিকল্প পন্থার শর্তসমূহনির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভঙ্গ না করিলে এবং যথাযথভাবে সম্পন্ন করিলে প্রবেশন কর্মকর্তা বিষয়টি লিখিত আকারে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, শিশু-আদালতকে অবহিত করিবেন। উভয়ক্ষেত্রেই শিশু আদালত যথাযথ আদেশ প্রদান করিবে।'- সংযোজনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
৫২। জামিন, ইত্যাদি।-	(৫) থানা হইতে জামিনপ্রাপ্ত হয় নাই এমন কোন শিশুকেশিশু-আদালতে উপস্থাপন করা হইলে শিশু-আদালত তাহাকে জামিন প্রদান করিবে বা	(৫) থানা হইতে জামিনপ্রাপ্ত হয় নাই এমন কোন শিশুকেশিশু-আদালতে উপস্থাপন করা হইলে শিশু-আদালত তাহাকে**বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যে প্রেরণ করিবে বা বিকল্প পন্থায় প্রেরণ করিবে** বা জামিন প্রদান করিবে বা নিরাপদ স্থানে বা শিশুউন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার আদেশ প্রদান করিবে।	জামিন দান/ নিরাপদ স্থানে বা শিশুউন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার আদেশ দানের পূর্বে

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
	নিরাপদ স্থানে বা শিশুউন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার আদেশ প্রদান করিবে।		'বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যে প্রেরণ বা বিকল্প পন্থায় প্রেরণ' এর বিষয়টি সংযোজন করা হইয়াছে
৫৪। আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা ও সুরক্ষা।-	(৩) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করিয়া শিশুর সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবার জন্য শিশু-আদালত নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে,	(৩) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করিয়া শিশুর সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবার জন্য **সংশ্লিষ্ট মামলা বা কার্যধারা শুনানীকারী**আদালত নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে,	আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর ক্ষেত্রে শিশু আদালতের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট মামলা বা কার্যধারা শুনানীকারীআদালত প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে
৭০। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড।-	কোন ব্যক্তি যদি তাহার হেফাজতে, দায়িত্বে বা পরিচর্যায় থাকা কোন শিশুকে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যার কাজে ব্যবহার বা অশালীনভাবে প্রদর্শন করে এবং এইরূপভাবে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যা বা প্রদর্শনের ফলে উক্ত শিশুর অহেতুক দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় বা স্বাস্থ্যের এইরূপ ক্ষতি হয়, যাহাতে সংশ্লিষ্ট শিশুর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় বা কোন মানসিক বিকৃতি ঘটে, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডঅথবা উভয় দণ্ডেদণ্ডিত	(১) কোন ব্যক্তি যদি তাহার হেফাজতে, দায়িত্বে বা পরিচর্যায় থাকা কোন শিশুকে অবহেলা, বর্জন, অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ **বা** ব্যক্তিগত পরিচর্যার কাজে ব্যবহার করে, **তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য শিশুকে তাহার হেফাজত, দায়িত্ব বা পরিচর্যা হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপসারণ এবং উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধেপ্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৬০ এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।** (২) কোন ব্যক্তি যদি তাহার হেফাজতে, দায়িত্বে বা পরিচর্যায় থাকা কোন শিশুকে আঘাত, উৎপীড়ন, বা অশালীনভাবে প্রদর্শন করে, **অথবা, এর ফলে** উক্ত শিশুর অহেতুক দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় বা স্বাস্থ্যের এইরূপ ক্ষতি হয়, যাহাতে সংশ্লিষ্ট শিশুর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় বা কোন মানসিক বিকৃতি ঘটে, তাহা হইলে তিনি **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮নং আইন) এর বিধান অনুসারে অনুসারে দণ্ডিত হইবেন।** **ব্যাখ্যা :** **এই ধারায় হেফাজত বলিতে তত্ত্বাবধান বুঝাইবে।**	● এই ধারায়আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ **বা** ব্যক্তিগত পরিচর্যার কাজে ব্যবহার বা অশালীনভাবে প্রদর্শনের শাস্তি এবং এর ফলে ঘটিত শারীরিক ক্ষতির শাস্তিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে; ● হেফাজত এর ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
	হইবেন।		
৭১। শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগের দণ্ড।	কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন বা কোন শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান অথবা শিশুর হেফাজত, তত্ত্বাবধান বা দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগদানে প্রশ্রয়দান করেন বা উৎসাহ প্রদান করেন বা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডেদণ্ডিত হইবেন।	(১) **শিশুর হেফাজত, তত্ত্বাবধান বা দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগদানে প্রশ্রয়দান করেন বা উৎসাহ প্রদান করেন বা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডেদণ্ডিত হইবেন।** (২) **কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন বা কোন শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডেদণ্ডিত হইবেন।** (৩) **যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত, পা, চক্ষু বা অন্য কোন অংগ বিনষ্ট করেন বা অন্য কোনভাবে বিকলাংগ বা বিকৃত করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০(২০০০ সনের ৮নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী দন্ডিত হইবেন।**	ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগদানে প্রশ্রয়দান বা উৎসাহ প্রদান বা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রদান এবং ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগ বা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে অঙ্গহানিপূর্বককোন শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করানোর শাস্তিকে, পৃথকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে;
৭৩। শিশুকে নেশাগ্রস্থকারী মাদকদ্রব্য কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদানের দন্ড	যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতা বা অন্য কোন জরুরী কারণে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত কোন শিশুকে নেশাগ্রস্থকারী মাদকদ্রব্য বা ঔষধ প্রদান করে বা করায়, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	(১) যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতা বা অন্য কোন জরুরী কারণে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত কোন শিশুকে নেশাগ্রস্থকারী মাদকদ্রব্য প্রদান করে বা করায়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং উক্ত কার্য সংঘটনের অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সানের ২০নং আইন) এর বিধান অনুসারে দন্ডিত হইবেন। (২) যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতা বা অন্য কোন জরুরী কারণে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত কোন শিশুকে বিপজ্জনক ঔষধ প্রদান করে বা করায়, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	
৭৬। শিশুর নিকট হইতে দ্রব্যাদি বন্ধক গ্রহণ বা ক্রয়	**৭৬। শিশুর নিকট হইতে দ্রব্যাদি বন্ধক গ্রহণ বা ক্রয় করিবার দণ্ড।**	**৭৬। শিশুর নিকট হইতে দ্রব্যাদি বন্ধক গ্রহণ করিবার দণ্ড।**	ক্রয় শব্দটি বাদ দেওয়া হইয়াছে

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
করিবার দণ্ড।			
৭৮। **শিশুকে অসৎ পথে পরিচালনা করানো বা করিতে উৎসাহদানের দন্ড।**	(১) কোন ব্যক্তি কোন শিশুর প্রকৃত দায়িত্বসম্পন্ন হইয়া বা তাহার তত্ত্বাবধানকারী হইয়া তাহাকে অসৎ পথে পরিচালিত করিলে কিংবা যৌনবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করিলে বা তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান করিলে অথবা স্বামী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির সহিত তাহার যৌন সঙ্গম করাইলে বা তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান করিলে, উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	(১) কোন ব্যক্তি কোন শিশুর প্রকৃত দায়িত্বসম্পন্ন হইয়া বা তাহার তত্ত্বাবধানকারী হইয়া তাহাকে অসৎ পথে পরিচালিত করিলে কিংবা যৌনবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করিলে বা তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান করিলে অথবা স্বামী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির সহিত তাহার যৌন সঙ্গম করাইলে বা তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান করিলে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং উক্ত কার্য সংঘটনের অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তিনি **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮নং আইন) এর বিধান অনুসারে অনুসারে দণ্ডিত হইবেন।** **সংযোজন:** **(১)(ক) কোন ব্যক্তি কোন শিশুর প্রকৃত দায়িত্বসম্পন্ন হইয়া বা তাহার তত্ত্বাবধানকারী হইয়া তাহাকে অনৈতিক বা বেআইনি কার্যকলাপে জড়িত করিলে তিনি স্বয়ং উক্ত কার্য সংঘটনের অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত আদালতে তার বিচারকার্য সম্পন্ন করা হইবে।**	**অনৈতিক বা বেআইনি কার্যকলাপের শাস্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।**
৮৩।		**সংযোজন:** **৮৩(ক) 'কোড' এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের অধীন সকল অপরাধ আমলযোগ্য অপরাধ হইবে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের বিচার ফৌজদারী কার্যবিধি মোতাবেকসংশ্লিষ্ট আদালতে সম্পন্ন হইবে।**	৮৩(ক) 'কোড' এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের অধীন সকল অপরাধ আমলযোগ্য অপরাধ হইবে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের বিচার ফৌজদারী কার্যবিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট আদালতে সম্পন্ন হইবে।-সংযোজনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
৮৪। **বিকল্প পরিচর্যা** (alternative care)|-	(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী মাতা-পিতার সহিত পুনঃএকীকরণ সম্ভব না হইলে, বর্ধিত পরিবারের সহিত পুনঃএকীকরণ করা	(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী মাতা-পিতার সহিত পুনঃএকীকরণ সম্ভব না হইলে, বর্ধিত পরিবারের সহিত পুনঃএকীকরণ করা যাইবে, অথবা মাতা-পিতার অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষঅথবা আইনানুগ বা বৈধঅভিভাবক বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট **বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে**সমাজভিত্তিক একীকরণের	সমাজভিত্তিক একীকরণের প্রক্রিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে মর্মে প্রস্তাব করা

ধারা	বিদ্যমান	সংশোধনী প্রস্তাব/নতুন সংযোজন/বিয়োজন	মন্তব্য/যৌক্তিকতা
	যাইবে, অথবা মাতা-পিতার অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষঅথবা আইনানুগ বা বৈধঅভিভাবক বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট সমাজভিত্তিক একীকরণের (community based integration) উদ্দেশ্যেপ্রেরণ করা যাইবে।	(community based integration) উদ্দেশ্যেপ্রেরণ করা যাইবে।	হইয়াছে
সংযোজনঃ **৮৪(ক) ।মহাপরিচালক কর্তৃক অভিভাবকত্ব নির্ধারণ**		**সংযোজনঃ** **৮৪(ক) ।অভিভাবক নিয়োগ, ইত্যাদি ।- (১) অধিদফতরের অধীন পরিচালিত ছোটমনি নিবাস বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিপালিত অভিভাবকহীন শিশুসহ কোনো শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট শিশুর জন্য একজন উপযুক্ত অভিভাবক নিয়োগ করিতে পারিবেন।** **(২) অভিভাবকত্ব নির্ধারণ প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।**	মহাপরিচালক কর্তৃক অভিভাবকত্ব নির্ধারণ- সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে
৯০(৩)(খ)।	সুবিধাবঞ্চিত শিশুর বিষয়ে,ক্ষেত্রমত, ধারা ৮৪ এবং ধারা ৮৫ এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	(খ) সুবিধাবঞ্চিত শিশু**কে অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া**,ক্ষেত্রমত, ধারা ৮৪ এবং ধারা ৮৫ এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	